দর্শনায় কেরুজ শ্রমিকদের সাংবাদিক সন্মেলন

হয়রানি মূলোক মিথ্যা মামলা ও ফেসবুকে অপপ্রচার চালানোয় অভিযুক্ত মহিদুলের দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবিতে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ১০৪ জন শ্রমিক ও কর্মচারী দর্শনা প্রেসক্লাবে গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় সাংবাদিক সন্মেলন করেছেন।

সাংবাদিক সেন্মলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে আক্তার খান শান্তি। লিখিত বক্তেব্যে তিনি বলেন, কেরু এ্যান্ড কো¤পানীতে স্থায়ী পদ শূন্য হওয়ায় মৌসুমী হতে স্থায়ী করণ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিলো। শ্রমিক কর্মচারীর নেতৃবৃন্দ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে মন্ত্রানালয় থেকে মৌসুমী থেকে স্থায়ী করণ নীতিমালা অনুমোদন করে আনেন।

নীতিমালা অনুসারে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ১০৪ জন মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারী লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক ভাইবা দিয়ে স্থায়ী করণের সুযোগ পায়। চিনিকল কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র মোতাবেক স্ব-স্ব স্থানে যোগদানও করি। চাকুরী বিধিমালা অনুসারে বেতনভূক্ত হই। চাকুরী না পেয়ে চিনিকলের আলোচিত শ্রমিক মহিদুল ইসলাম বাঁকাপথে হাঁটতে থাকে। সদর দপ্তরের নীতিমালা সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচারার চালাচ্ছে। এমনি অনেকের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি শুরু করে। এতও ক্ষান্ত হয় না সে ফেসবুকে বিভিন্ন জনের নামে মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে থাকে। যা রীতিমত বিব্রতকর ও মানহানিকরও বটে।

এরি মধ্যে আমরা তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও করেছি। ইতপূর্বে মহিদুল চিনিকলে চাকুরী করার সুবাদে ২০২০-২১ মৌসুমে চুক্তিভিত্তিক সিডিএ হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে ভুয়া চাষী বানিয়ে ঋণ নিয়ে আত্নসাৎ করে ধরা পড়ে। কমিটি কর্তৃক তদন্ত করে তাকে দোষী সাবস্থ করা হয়। আত্নসাতের টাকা তার তাহার পিএফ ফান্ড হইতে কর্তন করা হয় ও অবশিষ্ট টাকা নগদ জমা করে। তাহার বিরুদ্ধে পিবিআই রিপোর্টও আছে। চুরির অপরাধে চাকুরী যাবার কথা থাকলেও মানবিক কারণে তৎকালিন কর্তৃপক্ষ তা করেননি। শুধু তাই নয় আমরা জানতে পেরেছি মহিদুল ইসলাম একজন প্রতারক। সে একাধিক বিবাহিত। তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের একটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক ডিজঅনার মামলা চলমান। আমাদের কয়েকজনের নামে মিথ্যা চাদাবাজি মামলা করেছে।

ঘটনার তারিখে আমরা অনেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছিলাম।

এরিমধ্যে মিথ্যা মামলা করে নিজে একটি দৈনিক হাজিরায় জৈব সার কারখানাই কাজ হাতিয়ে নিয়েছে। তারপরও চক্রান্ত থেমে নেই তার। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় ঘুরে দাড়াতে বাধ্য হয়েছি। আমরা ১০৪ জন একমত হয়ে এরি মধ্যে প্রতারক মহিদুলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছি এবং আরও মামলা প্রক্রিয়াধিন আছে। সে নিজেকে ধোয়াতুলশির পাতা মনে করছে। তার প্রতারণা, চুকরী অবস্থায় চুরি করে ধরাপড়ার বিষয়টি সকলের জানা দরকার। তাই আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রতারখ মহিদুলের মুখোশ উন্মচন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

দর্শনা কেরুজে পিট পদ্ধতিতে আখ চাষের শুভ উদ্ধোধন

চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আখ। সেই আখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে দর্শনা কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ রিং পিট পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যাগ গ্রহণ করেছেন।

গতকাল রোববার বেলা ১১ টার দিকে চিনিকলের আওতাধীন ডিহি কৃষি খামার রিং পিট পদ্ধতিতে আখ চাষ পরিদর্শণে আসেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্নসচিব মনিরুজ্জামান। এসময় তিনি বলেন, আখ একটি জনপ্রিয় অর্থকারি ফসল। এটি চিনি উৎপাদনের মূল উপাদান। কি চাহিদার তুলনায় আখ উৎপাদন অনেক কম। এর কারণেও অনেক। সঠিক পরিচর্যা বা চাষাবাদের অভাব, ফসলের বচিতর্য, বিভিন্ন মেয়াদী সবজি ফসলের আবাদ বদ্ধি, ফলের বাগান তৈরী ইত্যাদি কারণ দিন দিন আখ চাষের জমি কমে যাচ্ছে। কম জমিতে অধিক পরিমাণ আখ উৎপাদন করার জন্য দর্শনা কেরুজ চিনিকল কর্তপক্ষ রিং পিট নাম বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যাগ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে চিনিশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি কৃষকরা যাতে আখ চাষে বিশেষ গুরুত্ব দেয় তার জন্য নানামুখি উদ্যাগ গ্রহণ করেছে কর্তপক্ষ। তারি অংশ হচ্ছে

রিং পিট পদ্ধতিতে আখের চাষ।

এছাড়া কৃষকদের আখ চাষের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বীজ, সার, কীটনাষক সহায়তা দিয়ে থাকে চিনিকল কর্তপক্ষ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আখ চাষ করে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ ও ভালো মানের আখ উৎপাদন করা যায় শিল্পম্ত্রাণালয় সেলক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। একটিই উদ্দেশ্য চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এদিকে গত মৌরসুমে ফুরশেদপুর কৃষি খামার অল্পকিছু জমিত রিং পিট পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে আখ চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিত জমিত নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একাধিক গর্ত করা হয়।

এগুলো প্রায় এক থেক দেড় ফুট গভীর করা হয়। এক একটি গর্তের মধ্য ১২ থেকে ১৩টি এমন দুই চোখ যুক্ত আখের টুকরা লাগানো হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহার করলে সমপরিমাণ জমিতে সাধারণ আখ চাষের তুলনায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বেশি পরিমাণ উৎপাদিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষ জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, কেরুজ জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া,গ্যারেজ ইন্জিনিয়ার আবু সাঈদ, কেরুজ বাণিজ্যিক বিভাগের ডিহি খামারের ইনচার্জ ইমদাদুল হক।

দর্শনা কেরুজ কৃষি খামারের আখ রোপন কাজে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার

বাংলাদেশে এই প্রথম ৮৫ বছর পর দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে আখ রোপনের কাজে যুক্ত হয়েছে সুগার কেইন প্লান্টার মেশিন। ফলে আখ রোপনের কাজ যেমন হবে সহজ সাধ্য এবং সাশ্রয়ি হবে অর্থ। এর ফলে চিনিকলের আওতায় আখ রোপন বৃদ্ধি পাবে বলে সচেতন মহল মনে করছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে কৃষি খাতে। ফলে এর প্রভাব পড়ছে বাড়তি উৎপাদনে। তারি ধারাবাহিকতায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি

খামারগুলোতে আখ রোপনের জন্য ক্রয় করেছে প্লান্ট মেশিন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে যান্ত্রীক মেশিন দিয়ে বেগমপুর বানিজ্যিক কৃষি খামারের আখ রোপনের মধ্য দিয়ে আখ রোপন কাজের উদ্বোধন করেন চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

২০২৩-২৪ রোপন মৌসুমে কেরু নিজস্ব জমিতে ১১শ একর আখ রোপনের লক্ষমাত্রা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। এর মধ্যে কেরুজ বেগমপুর ফার্মে ১১০ একরের মধ্যে ৪ একর জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি মাধ্যমে ৪ একর জমিতে আখ রোপন সম্পর্ন হয়েছে। এর ফলে শ্রমিক দিয়ে একর প্রতি খরচ হতো ২১টি লেবার। যান্ত্রীকি করণের কারণে ৮/১০ জন শ্রমিক বিনিয়োগ করলেই এক একর আখ রোপন অনায়েশে করতে পারবে কর্তৃপক্ষ।

ব্যবস্থপনা পরিচালক বলেন, এ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে সময় ও অর্থ শাশ্রয় হবে। চলতি মোরসুমে ৪টি মেশিন আমদানি করা হয়েছে। আগামীতে এলাকাবাসি আখ চাষ করতে চাইলে এ যন্ত্র সহজমূল্যে চাষিদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এসময় উপস্তিত ছিলেন চিনিকলের মহা ব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া, ফার্ম ম্যানেজার সুমন কুমার সাহা, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান, আখচাষি আবজালুল হক ধীরু, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, ঈক্ষু সংগ্রহ (সিপিও), মাহবুবুর রহমান, ইক্ষু সংগ্রহ (ডিজিএম) আবু তালহা, ডিহি খামার ইনচার্জ ইমদাদুল হক, বেগমপুর খামার ইনচার্জ ফিরোজ আহম্মেদ,ঝাঝরি খামার ইনচার্জ মিনারুল ইসলাম, কেরুর শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক সহ সাধারন সম্পাদক খবির উদ্দিন, সহ অন্যন্যা কর্মকর্তা আাখ চাষি ও খামার সংশিষ্ট বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।

আবারো সভাপতি সবুজ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদ প্যানেল বিজয়ী

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে কড়ানিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারন সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ প্যানেল বিজয়ী হয়েছেন।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) প্রতিকে পেয়েছেন ৭৬৫ ভোট ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে পেয়েছেন ৪০৫ ভোট।
এ নির্বাচিত প্রার্থীদ্বয় গত দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে প্যানেল করে নির্বাচিত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারো সভাপতি প্রার্থী সবুজ ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থী মাসুদ ভোটের ১ দিন আগে প্যানেল ঘোষণা করেন এবং তারা ভোটের মাধ্যমে এ জুটি দ্বিতীয় বারের মত আবারো নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা) প্রতিকে ৭০২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৬০ ভোট ও জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত দর্শনা কেরুজ নতুন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী অন্যান্য পদের মধ্যে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন।

এদের মধ্যে মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী) প্রতিকে ৬২৩ ভোট পেয়ে প্রথম ও রেজাউল করিম (টেবিল) প্রতিকে ৪৯৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী এসএম কবীর (কলস) প্রতিকে ৪৭১ ভোট ও আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী) প্রতিকে ১৮১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। যুগ্ন-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন।

হাফিজুর রহমান (হাঁস) প্রতিকে ৫৯৮ ভোট পেয়ে ১ নং ও মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) প্রতিকে ৫৭২ ভোট পেয়ে ২ নং সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী খবির উদ্দিন (আম) প্রতিকে ৩৮৩ ভোট ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ১৬৯ ভোট এবং মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) প্রতিকে ৮২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) প্রতিকে ৫৮৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী বাবুল আক্তার (প্রজাপতি) প্রতিকে ৫৩৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) প্রতিকে ৭২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আবুল হোসেন (হরিণ) প্রতিকে ৩৯৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। প্রচার সম্পাদক পদে আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন) প্রতিকে ৫৯৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে মিজানুর রহমান (মোড়গ) প্রতিকে ৩৪১ ভোট এবং ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর) প্রতিকে ১৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ৬৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ও তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দি খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা) প্রতিকে ৪২৬ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

এছাড়া সদস্য পদে ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন প্রার্থীর কোন প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী না থাকায় ভোট গ্রহণের আগেই তাদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত করেন নির্বাচন কমিশন। তারা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ড প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে সেলিম খান, ৩ নং ওয়ার্ড উৎপাদন বিভাগে মাজেদুল ইসলাম (ডাবলু), নুরুল ইসলাম ও মজিবর রহমান। সদস্য পদে ২ নং ওয়ার্ড (চুলাই কারখানা) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ১০৯ ভোট ও বাবর আলী (বেলচা) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আব্বাস আলী (বালতি) প্রতিকে ৪১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৩ নং ওয়ার্ড পরিবহন বিভাগে (গ্যারেজ) ৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। তাদের মধ্যে শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) প্রতিকে ১৩১ ভোট পেয়ে প্রথম ও বাবুল আক্তার (গোলটুপি) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী শফিকুল ইসলাম (আখের আটি) প্রতিকে ২৪ ভোট, জাহিদুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ২০ ভোট ও মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

৪ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে) ৩ জন প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি) প্রতিকে ৯১ ভোট পেয়ে প্রথম ও মাহামুনুল হাসান (টর্চলাইট) প্রতিকে ৮৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিত্বন্দিতা করে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। এদের মধ্যে সাহেব আলী শিকদার (টর্চলাইট) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে প্রথম ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) প্রতিকে ৭০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছেন।

একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হয়েছেন সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব) প্রতিকে ৫৭ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশলী) বিভাগে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১৩০ ভোট পেয়ে প্রথম, ইদ্রিস আলী (ডাব) প্রতিকে ১০৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ও জহিরুল ইসলাম (বালতি) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন। এ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে জাহিদুল ইসলাম (গাভী) প্রতিকে ৬৩ ভোট, শ্রী তারাপদ বিশ্বাস (আখেরআটি) প্রতিকে ৫৮ ভোট ও রবিউল ইসলাম (বেলচা) প্রতিকে ৩৫ ভোট পেয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।কেরুজ দ্বী-বার্ষীকি নির্বাচনে মোট ভোট ১১৮৭ তার মধ্যে ভোটাররা ভোট প্রয়োগ করেছেন ১১৭০।

এ নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন ও ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এ নির্বাচনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যন্যদের মধ্যে সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন দায়িত্ব পালন করেন।

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যদিয়ে কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা সম্পন্ন

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবারের কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা।
স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে এবার নির্ধারিত সময়ের চাইতে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ২ ঘন্টা বিলম্বে। সকাল ১০ টায় যে সভা শুরু হওয়ার কথা সে সভা বিলম্বে দুপুর ১২ টায় সভা শুরু করে রাত ৮টার মধ্যেই করা হয়েছে শেষ। এবারের সভায় শুরু থেকে ছিল উত্তেজনা ও নেতাদের কথায় ছিল তিক্ততার বিষ। কথার তীরে ঘায়েল করতে বক্তব্যে একে অপরকে করেন ধবল ধোলাই। সভার প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি, চেয়ার ভাংচুর ও স্বপন নামের এক শ্রমিক রক্তাক্ত জখম সহ সভাস্থলে কয়েক দফা হাতাহাতির মধ্য দিয়ে এবারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা হয়েছে শেষ।

রোববার সকাল ১০টার স্থলে দুপুর ১২ টার দিকে কেরুজ ইমারত বিভাগের সামনে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সভা চত্বর ছিল শুনশান। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে সাকাল ৯টার পর থেকে শ্রমিক সংগঠন গুলো দলবদ্ধ হয়ে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে। দুপুর ১২টার দিকে শুরু হয় আলোচনাপর্ব। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ সভার উদ্বোধন করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম সহ শ্রমিক নের্তৃবৃন্দ। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০২১ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ২০২২ সালে আয় হয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ১১৮ টাকা ৮৮ পয়সা এবং ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৫১৭ টাকা ৪৫ পয়সা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৬০১ টাকা ৪৩ পয়সা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর। অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিষদের সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদপ্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরও বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী রেজাউল করিম, মফিজুল ইসলাম, এসএম কবির, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সদস্যপ্রার্থী বর্তমান পরিষদের সদস্য মজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, সাইফ উদ্দিন সুমন, ডাবলু, আব্বাস আলী, হারিজুল ইসলাম, সাহেব আলী শিকদার, জাহিদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সুমন, প্রমুখ।

সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আল আমিন, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি) জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ মাস ৫ দিন আগে। সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হলো ১২ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহোৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মৌসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাস থাকে গরম। নির্বাচনকে ঘিরে কেরুজ আঙিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারণায় এখন মুখরিত। প্রার্থীদের দৌড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কোন কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা কমতি থাকবে না এবারের নির্বাচনেও। ভোটের বাকি মাত্র ১২ দিন। নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সংগঠন কার্যালয়গুলো কর্মী-সমাবেশের পাশিপাশি হচ্ছে ভুড়ি ভোজনের আয়োজন। সেই সাথে প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থক ও ভোটারদের মুহুমুহু

স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠছে কেরুজ ক্যাম্পাস এলাকা। আর সন্ধা নামার পরপরই প্রার্থীরা ভোটার ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে স্লোগান তুলে দিচ্ছে মহড়া। দেখানো হচ্ছে দল ভারির শো-ডাউন। নেপথ্যে রয়েছে বহু রহস্য। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছে, কি মধু আছে এতে। কেরুতে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার কি মদ বিক্রয় কেন্দ্রেরগুলোর এজেন্টরা? শ্রমিক নেতাদের সংগঠন কার্যালয়গুলো সারাবছর জনমানবহীন থাকলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমজমাট অবস্থায় পরিণত হওয়ার নেপথ্যের রহস্যই বা কি? তবে সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার সকাল থেকেই সংগঠনগুলো ছিলো কর্মী, সমর্থক, ভোটার ও বহিরাগতদের ভীড়। প্রত্যেক সংগঠন থেকে বিশাল র্যালি সহকারে সভাস্থলে যোগদান করা হয়।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন, ফিরোজ আহমেদ সবুজ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান পরিষদের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, তৈয়ব সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। সাধারণ সম্পাদক পদে মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মাসুদ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স ও জয়নাল আবেদীন নফর সংগঠনের কর্ণধর সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর।

আসন্ন এ নির্বাচনে পরিবর্তন আসছে পরিষদের সদস্য সংখ্যায়। তথ্যনুযায়ী কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের বর্তমান পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৩ জন। বছর দুয়েক আগে ২৫ সদস্যের কমিটির পরিবর্তন করে তা ১৩ সদস্যে করা হলেও তা পরিবর্তন করা হয়েছে সম্প্রতি। শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পরিবর্তন করে ফের ২৫ সদস্যের কমিটি নির্ধারন করা হয়েছে।

ফলে এবারের নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবে প্রার্থীরা। কেরুজ চিনিকলে এক সময় দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক ছিল। সে সময় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। যখন শ্রমিক কমে গেল তখন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নে এক জন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সদস্য করে ১৩ জন বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর-২২ শ্রম আইন বিধি মোতাবেক ১৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে ৮০১ থেকে ১৫’শ জন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকলে শ্রমিকদের স্বার্থে সভাপতি ১ জন, সহ-সভাপতি ২ জন, সাধারণ সম্পাদক ১ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ২ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন,

সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন, প্রচার সম্পাদক ১ জন দপ্তর সম্পাদক ১ জন ও সদস্য ১৫ জন করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের কমিটি গঠন যাবে। সে লক্ষে আয়োজিত গেট মিটিং সভায় উপস্থিত নের্তৃবৃন্দ সহ সকলে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের মতামত প্রকাশ করেন। সে মোতাবেক এবারের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির পরিবর্তে ২৫ সদস্যর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। সে অনুযায়ী ২৫ পদের বিপরীতে এবারের নির্বাচনে পুরাতনের পাশাপাশি নতুন মুখের দেখা মিলেছে।

গত নির্বাচনে দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৮৮। দেশের ৬টি চিনিকল বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন মিলের শ্রমিক-কর্মচারী কেরুজ চিনিকলে যোগদান করেছে ২৭০ জন। ফলে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩৫৮ জনে দাঁড়ালেও চুরান্তভাবে কমবে। গত ২ বছরে বহু ভোটার অবসর গ্রহণ ও মৃত্যুজনিত কারনে কমেছে। ফলে এবার সম্ভাব্য ১৩০০ ভোটার হতে পারে।

গত ২০২১ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের নের্তৃবৃন্দ এবার ১ মাস ৫ দিন আগেই নির্বাচনের দিন নির্ধারন করে ২২ জানুয়ারি নিয়ম মাফিক সাধারণ সভা এবং ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইতমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সাধারন সভার ও শুধুমাত্র আর বাকী থাকলো ভোট গ্রহণের দিন। কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন মূলত বড় পদ ২টি। তা হচ্ছে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদই মুল পদ হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান ক্যাবিনেটের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। এবারের নির্বাচনে সহ-সভাপতি ও সহ- সাধারন সম্পাদক পদে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে কয়েকটি পদ। এছাড়া সহ-সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদকসহ সদস্য পদে অসংখ্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে।

দর্শনায় সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের কেরুজ চিনিকল ও বন্দর পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহি একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড ও দর্শনা স্থল বন্দর পরিদর্শন করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ।

শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় কেরুজ ডিষ্টিলারী কারখানা পরিদর্শন শেষে গেস্ট হাউজে চিনিকল কর্মকর্তাদের সাথে কেরুজ উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের বিপণন ও বিএমআর কার্যক্রম বিষয় এবং সার্বিক পরামর্শমূলক আলোচনা করেন ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, এনডিসি মোঃ জাকির হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দামুড়হুদা সহকারি কমিশনার ভূমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ,কেরুজ জিএম (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, জিএম (ডিষ্টিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, জিএম (ফ্যাক্টরী) সুমন কুমার সাহা, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূইয়া, মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ শাহাব উদ্দিন,উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মাসুদ রেজা প্রমুখ।

পরে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট ও বন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন খুব তাড়াতাড়ি এ বন্দরটি চালু হবে। এবং ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ভাবে আমাদের ব্যাবসা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। এ বন্দরটি চালু হলে ভারতের সাথে আমাদের সু সম্পর্ক আরও গাড় হবে।

দর্শনা কেরু চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারী ও আখ চাষীরা দ্বিতীয় দিনের মত কর্মবিরতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী এবং আঁখ চাষীদের দ্বিতীয় দিনেও কর্ম বিরতি ও সমাবেশ অব্যহত রেখেছেন।

আজ বুধবার শ্রমিকরা তাদের ৫দফা দাবী সর্ম্পকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কে অবহিত করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্বারকলীপি পেশ করবেন শ্রমিক ও কর্মচারীরা জানান।

এছাড়া বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে আগামী ১০ ডিসেম্বার সকাল ১০টায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করবেন। যেহেতু শ্রমিক কর্মচারী ও আঁখ চাষীদের দাবী একই সে করণে ঐ মানব বন্ধনে সমর্থন জানিয়ে অংশ নেবেন বলে শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলী তার বক্তব্যে বলেন। দেশের ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের লোকসানের বোঝা কমাতে ৬টি চিনিকল বন্ধের প্রতিবাদে দর্শনা কেরু চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারী ও আঁখ চাষীরা কর্ম বিরতী ও সমাবেশ পালন করেছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ডিষ্ট্রিলারীর গেটের সামনে এ কর্ম বিরতি ও সমাবেশ করেন। বাংলাদেশ খাদ্যশিল্প করপোরেশন দেশের ৬টি চিনিকল বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে গত ৮ডিসেম্বার থেকে দেশের ১৫টি চিনিকলের শ্রকিরা আন্দোলন করে আসছে। এসব চিনিকলগুলোর মধ্যে রয়েছে কুষ্টিয়া, পাবনা, রংপুর, পঞ্চগড় শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ।

চলতি আঁখ মাড়াই মৌসুম চিনিকল বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলাদেশ চিনিশিল্প করপোরেশন শ্রমিক কর্মচারী ও আঁখচাষী ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আন্দোলনে নেমেছে।

চিনিকলের শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, আঁখ চাষী কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক আব্দুল বারী, শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান, মনিরুল

ইসলাম প্রিন্স, সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন, শ্রমিক নেতা ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, মেম্বর বাবর আলী,শরিফুল ইসলাম ও আকরাম হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা ১৫টি চিনিকল উন্নয়ন করে চালু করার দাবীতে ১৫টি চিনিকলের স্ব-স্ব এলাকায় ১০ ডিসেম্বার জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী বরাবর, স্বারকলীপি পেশ করবেন বলে জানা গেছে।

শ্রমিক-কর্মচারী ও চাষীরা আসন্ন মাড়াই মৌসুম ৯টি চালু ও ৬টি মিল বন্ধের আত্মঘাতি সিন্ধান্ত বাতিল ও প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় সকল মিল বন্ধসহ রেলপথ, সড়কপথ অবরোধসহ মানব বন্ধনের মত নানা কর্মসূচি গ্রহন করা হবে বলে বক্তারা জানান।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেরু শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান।